যিক্‌র

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

গবেষণা সিরিজ-২৫

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
QRF Admin- 01944411560, 01755309907
QRF Dawah- 01979464717
Publication- 01972212045
QRF ICT- 01944411559
QRF Sales- 01944411551, 01977301511
QRF Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1337-3

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮
তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১০০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
অথেন্টিক প্রিন্টার্স
২১৭/৩, ১ নম্বর গলি, ফকিরাপুল
মতিঝিল, ঢাকা
ফোন : ০২-৭১৯২৫৩৯, মোবাইল : ০১৭২০১৭৩০১০

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিমের যিক্‌র সম্বন্ধে ধারণা	২৫
৭	যিক্‌র (ذِكْر)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	২৬
৮	'আল্লাহর যিক্‌র করা' বাক্যের প্রকৃত অর্থ	২৬
৯	যিক্‌র-এর গুরুত্ব	২৮
১০	যিক্‌র করার সময় এবং স্থান	৩৪
১১	যিক্‌র-এর স্তরসমূহ	৩৭
১২	জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার উপায়ের ব্যাপারে Common sense	৩৮
১৩	জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার উপায়ের ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়	৪০
১৪	কোনো বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানার ইসলামী পদ্ধতি	৪১
১৫	কুরআন অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪১
১৬	হাদীস অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৫
১৭	ফিকাহগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৮

১৮	বিজ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫১
১৯	সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৬১
২০	আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং কালিমা তাইয়্যেবা মুখে বা মনে উচ্চারণ করা স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৬৭
২১	জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ	৭১
২২	অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার উপায়সমূহ	৭৯
২৩	যিক্‌রের দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক	৮০
২৪	বেশি বেশি যিক্‌র করার স্থানের ব্যাপারে কুরআন	৮৭
২৫	স্মরণ রাখার স্তরের যিক্‌রের সময়ে স্বরের উচ্চতার মাত্রা	৯০
২৬	স্মরণ রাখার স্তরের যিক্‌র একাকী বা দলবদ্ধভাবে করা	৯২
২৭	শেষ কথা	৯৫

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম যিক্‌র করা বলতে বোঝেন– আল্লাহু শব্দ, আল্লাহর গুণবাচক নাম সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং কালেমা তাইয়্যেবা অর্থ না বুঝে বা বুঝে, মুখে শব্দ করে অথবা মনে মনে বারবার পড়া। কিন্তু যিক্‌র সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারিত এ ধারণা এবং কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর বক্তব্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ কারণে বর্তমান মুসলিমরা যিক্‌রের দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত কল্যাণ (সওয়াব) থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে যিক্‌র সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত থাকা সহজ, সরল, বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত কথাগুলো কীভাবে মুসলিম জাতি হারিয়ে ফেললো। কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও বিজ্ঞান গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা এবং সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ যে স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র, এ কথা অধিকাংশ মুসলিমের কল্পনারও বাইরে। এমনকি বহু মুসলিম বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জনকে দুনিয়াবী কাজ তথা গুনাহের কাজ মনে করেন। পুস্তিকাটি যিক্‌র সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দিতে এবং জাতিকে যিক্‌রের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিতে ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা হতেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড হতে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবিতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে হতে আরবি পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবি বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবি বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা হতে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস হতে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন– 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা হতে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস হতেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো عَقْلٌ/বোধশক্তি/Common sense/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবি ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ হতে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত হতে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য হতে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. عُلِّمَ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۙ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত হতে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ. ... ...

... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি হতে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ হতে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য হতে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ হতে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– আকল/ Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) হতে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ হতে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস হতে সহজে জানা যায়– আকল/Common sense/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো–

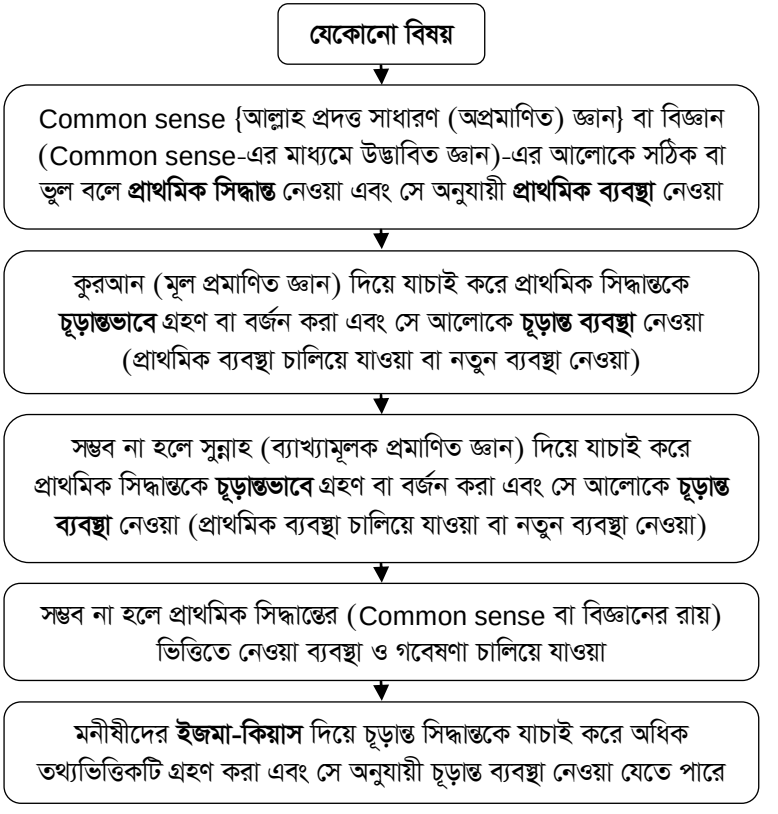

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

নিজে পড়ুন

সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

যিক্‌র (ذِكْر) শব্দটি শোনেনি এমন কোনো মুসলিম আছে বলে মনে হয় না। তবে যিক্‌র সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের ধারণা এবং বাস্তব আমলের সাথে কুরআন ও সুন্নাহের বক্তব্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর এ কারণে বর্তমান মুসলিমরা যিক্‌রের দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত কল্যাণ (সওয়াব) থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে যিক্‌র শব্দটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে তা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করা এবং জাতিকে যিক্‌রের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিমের যিক্‌র সম্বন্ধে ধারণা

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম যিক্‌র করা বলতে বোঝেন– আল্লাহু (الله) বা আল্লাহর গুণবাচক নাম, কালেমা তাইয়্যেবা অর্থ না বুঝে বা বুঝে, মুখে শব্দ করে অথবা মনে মনে বারবার পড়া। আল্লাহর গুণবাচক নাম ধারণকারী সুবহানাল্লাহ (سبحان الله), আল হামদুলিল্লাহ (الحمد لله) ও আল্লাহু আকবার (الله اكبر) এ বাক্য তিনটি এবং কালেমা তায়্যেবার যিক্‌র সবচেয়ে বেশি করা হয়। আর ঐ যিক্‌র আঙুলের কর বা তাসবীহের দানা গণনা করার মাধ্যমে সাধারণত করা হয়। যিক্‌র করার ব্যাপারে এমনটিই মুসলমানদের আমল।

যিক্‌র (ذِكْرٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

ذِكْرٌ (যিক্‌র)-এর শাব্দিক অর্থ স্মরণ করা, উল্লেখ, বর্ণনা, উপদেশ, খ্যাতি ইত্যাদি অন্তরে উপস্থিত করা। আবার যিক্‌রটি কোনো বিষয় উচ্চারণ করা এবং স্মৃতিতে এমনভাবে উপস্থিত করা যাতে করে আর ভুলে না যায়, এমন ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এ শব্দটি সুনাম ও প্রশংসার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।[৮] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Recollection or Remembrance। আর যিক্‌র-এর পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহকে স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা।

'আল্লাহর যিক্‌র করা' বাক্যের প্রকৃত অর্থ

Common sense

যিক্‌র করার অর্থ হলো স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা। Common sense অনুযায়ী কাউকে স্মরণ করা বা রাখা বলতে তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, রং, ভর ইত্যাদি স্মরণ করা বুঝায় না। কাউকে স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা বলতে বুঝায়– তার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, তার ক্ষমতা, শক্তি, গুণাগুণ, তার ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে বাস্তব কাজ করা।

তাই Common sense অনুযায়ী আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে আল্লাহর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর, রং ইত্যাদি স্মরণ করাকে বুঝাবে না। আর আল্লাহর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর ইত্যাদি নেইও। তাই, Common sense অনুযায়ী আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে বুঝাবে– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করা।

---

৮. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, কাওয়ায়িদুল ফিক্‌হ (করাচী, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৯৯।

তাহলে বইটির ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে বুঝাবে– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করা।

কুরআন ও হাদীস

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, ক্ষমতা, শক্তি, বিধি-বিধান, আইন ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করাকেই বুঝানো হয়েছে। পরে আলোচনাকৃত বিষয়গুলো থেকে এটি স্পষ্ট করে জানা ও বুঝা যাবে।

তাহলে দেখা যায়, আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে কী বুঝাবে সে ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো, আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে বুঝাবে– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, শক্তি ও গুণাগুণ; আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও আল্লাহর চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করা।

যিক্‌র-এর গুরুত্ব

Common sense

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে বুঝায়– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা; আল্লাহর ক্ষমতা-শক্তি বা গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও আল্লাহর জানানো চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করা।

দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে একজন মু'মিনকে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা-শক্তি বা গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও আল্লাহর জানানো চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানতে ও স্মরণ রাখতে এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করতে হবে। তাই Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায়– যিক্‌র ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তাহলে ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ইসলামে যিক্‌র-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আল কুরআন

তথ্য-১

اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.

অনুবাদ : তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত কায়েম করো। অবশ্যই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর নিশ্চয় আল্লাহর যিক্‌রই সর্বশ্রেষ্ঠ।

(সুরা আনকাবুত/২৯ : ৪৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহর যিক্‌রকে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে যিক্‌র বলতে সালাত আদায়কে বুঝানো হয়েছে।[৯]

তথ্য-২

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

অনুবাদ : (সঠিক পথ পাওয়া ব্যক্তিরা হলো তারা) যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর যিক্‌রে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, আল্লাহর যিক'রে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। (সুরা রা'দ/১৩ : ২৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে যিক্‌রকে অন্তর প্রশান্তিদায়ক একটি বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্তরে প্রশান্তি না থাকলে কোনো মানুষের জীবন শান্তিময় হতে পারে না। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও আল্লাহর যিক্‌র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এমন করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সুরা মুনাফিকুন/৬৩ : ৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত অনুযায়ী– সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত রাখে তারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও আল্লাহর যিক্‌র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৪

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ.

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি দয়াময় (আল্লাহ)-এর যিক্‌র থেকে বিমুখ হবে আমরা তার জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) নিয়োজিত করি এক শয়তান। অতঃপর সে হয় তার সহচর।

(সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৩৬)

৯. ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম* (বৈরূত : দারু তায়্যিবাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২৮০।

ব্যাখ্যা : এ আয়াত অনুযায়ী যে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌র করে না আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী শয়তান তার সহচর হয়ে যায়। শয়তান যার বন্ধু তার জীবন যে শতভাগ ব্যর্থ তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও আল্লাহর যিক্‌র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তাহলে দেখা যায় যিক্‌র-এর গুরুত্ব সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– যিক্‌র ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আল হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ... ... عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা' থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন– যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র করে আর যে ব্যক্তি তা করে না তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের মতো।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬০৪৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী যিক্‌র করাকে জীবিত ও যিক্‌র না করাকে মৃতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই হাদীসটির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মানবজীবনে যিক্‌র-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حد... ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ : سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ. قَالُوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ : الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উমাইয়া ইবন বিসত্বাম আল-'আইশী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একবার রসূলুল্লাহ (স.) মক্কার পথে চলতে থাকেন। অতঃপর তিনি একটি পাহাড় অতিক্রম করলেন যার নাম 'জুমদান'। এরপর তিনি বললেন, তোমরা এ জুমদান পর্বতে সফর করো। 'মুফার্রিদ'গণ অগ্রবর্তী হয়েছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লার রসূল! মুফাররিদ কারা?" তিনি বললেন, বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারীগণ।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯৮৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস অনুযায়ী– যিক্রকারীরা অগ্রবর্তী ব্যক্তি। তাই হাদীসটি অনুযায়ী যিক্র ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ؟ قَالَ : الَّذِينَ يُهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ.

অনুবাদ : *আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মুফাররিদগণ অগ্রবর্তী হয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল (স.)! মুফাররিদগণ কারা? তিনি বললেন– যারা আল্লাহর যিকিরে আত্মভোলা।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৮২৭৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস অনুযায়ী যিক্রকারীরা আত্মভোলা। অর্থাৎ যারা জীবনের অন্য কাজের দিকে খেয়াল কম দেয়। তাই হাদীসটি অনুযায়ী– যিক্র ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীস-৪

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بن حُرَيْث... ... ... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ

وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضى الله عنه مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবু দারদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হুসাইন ইবন হুরাইছ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন– আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা জানাবো, যা তোমাদের মালিকের কাছে অত্যন্ত পবিত্র, মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক উচ্চে, সোনা-রুপা ব্যয় করা ও শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাদের হত্যা করা বা নিজে নিহত হওয়ার চেয়ে যা তোমাদের জন্যে ভালো? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন। রাসূল (স.) বললেন– (তা হলো) আল্লাহ তায়ালার যিক্‌র। মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের তুলনায় অগ্রগণ্য কোনো জিনিস নেই।

- তিরমিযী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-৩৩৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী সোনা-রুপা ব্যয় করা, শহীদ হওয়া বা শত্রুকে হত্যা করার চেয়ে যিক্‌রকারীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। তাই হাদীসটি অনুযায়ী যিক্‌র-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস-৫

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ.

অনুবাদ : ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন– শয়তান আদম সন্তানের অন্তরের ওপর জেঁকে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিক্‌র করে তখন সরে যায়, আর যখন সে যিক্‌র থেকে বিরত থাকে তখন কুমন্ত্রণা দেয়।

- আল-মাকতাবাতুশ শামেলা, মেশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৭০৫।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি অনুযায়ী যিক্‌রকারী থেকে শয়তান দূরে থাকে। আর যে যিক্‌র করে না তার ওপর শয়তান জেঁকে বসে এবং তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। তাই

হাদীসটি অনুযায়ীও যিক্‌র-এর গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীসটির বক্তব্য কুরআনের ৪নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের অনুরূপ।

হাদীস-৬

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَّ صِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُاللهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالُوْا وَلاَ الجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَلاَ اَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ .

অনুবাদ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, নবী করীম (স.) বলেছেন- প্রত্যেক জিনিসকে ঝকঝকে/উজ্জ্বল করার কিছু আছে। মনকে ঝকঝকে/ উজ্জ্বল করার জিনিস হলো আল্লাহর যিক্‌র। আর আল্লাহর যিক্‌র অপেক্ষা আল্লাহর আজাব থেকে অধিক রক্ষাকারী আর কিছু নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন– আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও নয়? তিনি বললেন– না। আল্লাহর রাস্তায় তরবারী মেরে ভেঙ্গে ফেললেও নয়।

♦ আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ, বায়হাকী,হাদীস নং-৫২২

ব্যাখ্যা : হাদীসটির একটি বক্তব্য হলো– যিক্‌র মানুষের অন্তরকে ঝকঝকে/উজ্জ্বল করে। হাদীসটির অন্য বক্তব্য হলো– আল্লাহর যিক্‌র, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা অপেক্ষা মানুষকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে অধিক যোগ্য একটি বিষয়। তাই হাদীসটি অনুযায়ীও যিক্‌র-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

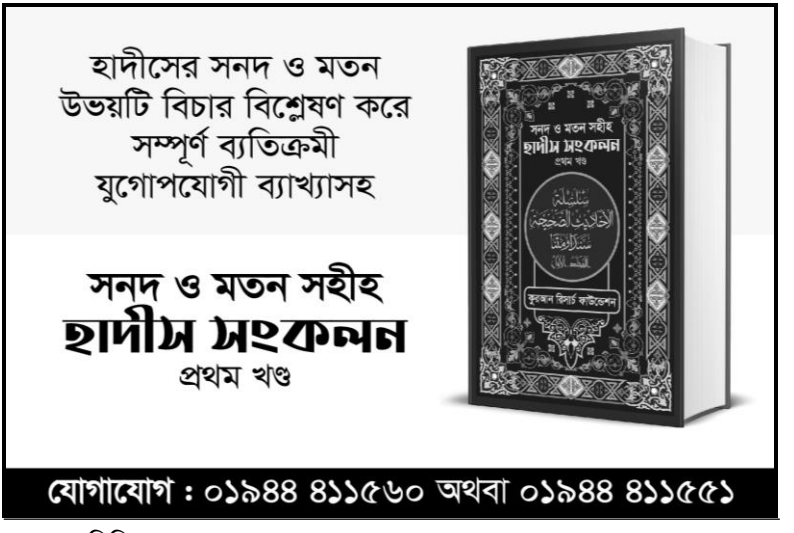

যিক্‌র করার সময় এবং স্থান

প্রচলিত ধারণা

বর্তমানে অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম মনে করেন যিক্‌র করার সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ এবং সবচেয়ে উত্তম সময় হলো রাত।

সঠিক তথ্য

Common sense

একজন গোলাম বা দাসকে ২৪ ঘণ্টাই তার মনিবের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ স্মরণ রাখতে ও মেনে চলতে হয়। কিছু সময় মনিবের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ স্মরণ রাখা ও মেনে চলা ব্যক্তি কখনও গোলাম বা দাস বলে গণ্য হয় না।

একজন মু'মিন হলো আল্লাহর গোলাম বা দাস। আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যিক্‌র হলো– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ এবং আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা, স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করা।

Common sense অনুযায়ী তাই সহজে বলা যায়– একজন মু'মিনকে যিক্‌র করতে হবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং সকল স্থানে তথা রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল; মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ী, কাজের সময়, ভ্রমণের সময়, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থানে।

তাহলে ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– যিক্‌র-এর সময় ও স্থান জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও সকল স্থান। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল; মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ী, কাজের সময়, ভ্রমণের সময়, বিশ্রামের সময় ইত্যাদি সকল সময় ও স্থান।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ.

অনুবাদ : নিশ্চয় মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের জন্য নিদর্শন (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে। যারা আল্লাহর যিক্‌র করে দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৯০)

ব্যাখ্যা : উলিল আলবাব আল কুরআনের একটি পরিভাষা। এখানে মহান আল্লাহ প্রকৃত উলিল আলবাবদের ২টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন–

১. দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করা।
২. মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়– উলিল আলবাব হলো প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। আর উলিল আলবাবদের প্রথম গুণ হলো– দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থার আল্লাহর যিক্‌র করা। একজন মানুষ তার ২৪ ঘণ্টার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই তিন অবস্থার কোনো একটিতে অবশ্যই থাকে। তাই এ আয়াতে কারীমা থেকে জানা যায়– যিক্‌র করতে হবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং সকল স্থানে। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল, মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ী, কাজ, ভ্রমণ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থানে।

তথ্য-২

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করো এবং সকাল ও সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ (যিক্‌র) করো।

(সুরা আহযাব/৩৩ : ৪১, ৪২)

ব্যাখ্যা : এখানে সকাল ও সন্ধ্যায় যিক্‌র করতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.

অনুবাদ : (আল্লাহর জ্ঞানের আলোর দিকে হেদায়াত প্রাপ্ত হলো) সে সব ব্যক্তি– যাদেরকে ব্যবসা ও বেচা-কেনা আল্লাহর যিক্‌র এবং সালাত কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। তারা সে দিনকে ভয় করে যে দিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।

(সুরা আন নূর/২৪ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : এখানে সেই ব্যক্তিদের আল্লাহর জ্ঞানের আলোর দিকে হেদায়াত প্রাপ্ত বলা হয়েছে যাদেরকে ব্যবসা ও বেচা-কেনা আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত রাখতে পারে না। অর্থাৎ এ আয়াতের বক্তব্য হলো ব্যবসা-বানিজ্য ও বেচা-কেনার সময়ও আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াতসহ আরও আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– যিক্‌র-এর স্থান ও সময় হলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও স্থান। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল, মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ী, কাজ, ভ্রমণ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থান।

তাহলে দেখা যায় যিক্‌র-এর সময় ও স্থান সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– যিক্‌র-এর স্থান ও সময় হলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও স্থান। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল, মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ী, কাজ, ভ্রমণ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থান।

আল হাদীস

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ... ...عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তিদ্বয় আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা' (রহ.) ও ইবরাহীম ইবন মূসা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূল (স.) সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করতেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮৫২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– রাসূল (স.) সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করতেন। অর্থাৎ রাসূল (স.) দিন, রাত, সকাল, বিকাল, কর্মস্থান, বিশ্রাম

ইত্যাদি সকল সময় ও স্থানে আল্লাহর যিক্‌র করতেন। তাই হাদীসটি অনুযায়ী যিক্‌র-এর স্থান ও সময় হলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও স্থান। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল, মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ী, কাজ, ভ্রমণ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থান।

যিক্‌র-এর স্তরসমূহ

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী যিক্‌র-এর স্থান ও সময় হলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও স্থান। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল, মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ী, কাজ, ভ্রমণ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থান। একজন মানুষ যখন মনোযোগ দিয়ে কোনো কাজ করে, বিশেষ করে কাজটি যদি সূক্ষ্ম বা কঠিন হয় তখন ঐ কাজের মধ্যে তার মনকে পরিপূর্ণভাবে মশগুল রাখতে হয়। মন অন্যদিকে গেলে কাজটিতে ভুল হয়ে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে কাজের সময়ও যিক্‌র করতে বলেছে। কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলাম মানুষের কল্যাণ চায়। ক্ষতি চায় না। তাই সহজেই বুঝা যায়, কাজের সময় যিক্‌র করার অর্থ কাজটির বাইরের অন্য কোনো বিষয় স্মরণ করা (যিক্‌র করা) হবে না। বরং এটি হবে কাজটি আল্লাহর যিক্‌র বলে গণ্য হয় এমন ব্যবস্থা নেওয়া। সে ব্যবস্থা হলো– আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূল (স.) যে পদ্ধতি অনুযায়ী কাজটি করতে বলেছেন বা দেখিয়ে দিয়েছেন সে পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজটি করা। আর এটির কারণ হলো– ঐ পদ্ধতি হলো কাজটি করার সঠিক পদ্ধতি। অর্থাৎ ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী করলেই শুধু কাজটির প্রকৃত কল্যাণ দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষ পাবে।

সুতরাং কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী আল্লাহর যিক্‌র-এর স্তর হবে দু'টি–

ক. জানা ও স্মরণ রাখা (মনে রাখা) স্তর।
খ. অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তর।

আর জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের স্মরণ রাখার বিষয়গুলো হবে–

১. আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ।
২. বিভিন্ন কাজ (আমল) বাস্তবে করার যে পদ্ধতি (নিয়ম-কানুন/আরকান-আহকাম/প্রোগ্রাম) আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন বা রাসূল (স.) দেখিয়ে দিয়েছেন সেগুলো।

জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার উপায়ের ব্যাপারে Common sense

Common sense অনুযায়ী কারো সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় জানা ও স্মরণ রাখার যে সকল উপায় হতে পারে তা হলো–

১. বিষয়গুলো কোনো গ্রন্থে লেখা থাকলে তা বারবার পড়ে (Revision) স্মরণ রাখা।

২. বাস্তব কাজের (Practical work) মাধ্যমে কোনো বিষয় শেখানো হয়ে থাকলে বারবার সে কাজটি করার মাধ্যমে বিষয়গুলো স্মরণ রাখা।

৩. কোনো শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে কোনো বিষয় বা তথ্য জানানো হয়ে থাকলে বারবার মনে বা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে তা স্মরণ রাখা।

সুতরাং Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায়– আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখার যে সকল উপায় হতে পারে তা হবে–

১. আল্লাহ সম্পর্কিত বিষয়গুলো কোনো গ্রন্থে লেখা থাকলে সে গ্রন্থ বারবার পড়ে বিষয়গুলো জানা ও মনে রাখা।

২. বাস্তব কোনো কাজের (আমল) মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কিত বা আল্লাহর জানানো বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা থাকলে সে কাজটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে বারবার পালন করে বিষয়গুলো স্মরণ রাখা।

৩. কোনো শব্দ বা বাক্যের মাধ্যে আল্লাহ সম্পর্কিত বা আল্লাহর জানানো কোনো বিষয়ের শিক্ষা থাকলে নির্দিষ্ট ব্যবধানে মুখে বা মনে বারবার সে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে তথ্যগুলো স্মরণ রাখা।

আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, শিক্ষা, উপদেশ, গুণাগুণ, ক্ষমতা, পুরস্কার, শাস্তি, ক্ষমা, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ বা বিষয় হলো–

১. কুরআন।

২. হাদীস।

৩. ফিকাহশাস্ত্র (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের গবেষণার ফলাফল ধারণকারী গ্রন্থ)।
৪. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন (Natural law) ধারণকারী বিভিন্ন গ্রন্থ (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি)। এ সকল গ্রন্থের তত্ত্বগুলো মানুষ শুধু আবিষ্কার (Discover) করেছে।
৫. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমলের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয়।
৬. আল্লাহর গুণবাচক নাম যেমন– রহমান, রহীম, গাফ্ফার, কাহ্হার, জব্বার ইত্যাদি।
৭. বিভিন্ন বাক্য যেমন– সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইত্যাদি।

তাই, Common sense অনুযায়ী, মহান আল্লাহর স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার বিভিন্ন উপায় হবে–

১. কুরআন অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
২. হাদীস অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
৩. ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
৪. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন ধারণকারী বিভিন্ন গ্রন্থ (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি) অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
৫. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমলসমূহ পালন করে তার অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো গ্রহণ ও স্মরণ রাখা।
৬. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাক্য মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৭. সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি তাসবীহসমূহ মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার অর্থ স্মরণ রাখা।

জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার উপায়ের ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর বিভিন্ন উপায় হবে–

১. কুরআন অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
২. হাদীস অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
৩. ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
৪. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন ধারণকারী বিভিন্ন গ্রন্থ (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি) অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
৫. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমলসমূহ পালন করে তার অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো গ্রহণ ও স্মরণ রাখা।
৬. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাক্য মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৭. সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি তাসবীহসমূহ মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার অর্থ স্মরণ রাখা।

কোনো বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানার ইসলামী পদ্ধতি

২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা Common sense-এর রায়কে কুরআন সমর্থন করলে ঐ প্রাথমিক রায় হবে উক্ত বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। আর কুরআন যদি প্রাথমিক রায়ের বিপরীত কথা বলে তবে প্রাথমিক রায়কে বাদ দিয়ে কুরআনের বক্তব্যকে উক্ত বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ইতোমধ্যে আমরা জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর উপায় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায় জেনেছি। এখন আমরা কুরআনের মাধ্যমে যাচাই করে দেখবো যে– উল্লিখিত বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হিসেবে চূড়ান্তভাবে ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে কি না।

কুরআন অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ.

অনুবাদ : যিক্‌র-এর বিষয়ে পরিপূর্ণ কুরআনের শপথ।

(সুরা সোয়াদ/৩৮ : ১)

তথ্য-২

وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَلَمِيْنَ.

অনুবাদ : অথচ এটা (কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্য যিক্‌র ছাড়া আর কিছুই নয়।

(সুরা কালাম/৬৮: ৫২)

তথ্য-৩

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ : আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করি, যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যম) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন (অবতীর্ণ হওয়া বিষয় নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

তথ্য-৪

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.

অনুবাদ : আর যারা কুফরী করেছে তারা যখন যিক্‌র (কুরআন) শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলতে চায় এবং বলে– নিশ্চয় সে পাগল। (সুরা কালাম /৬৮: ৫১)

তথ্য-৫

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরাই এ যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী।

(সুরা হিজর/১৫ : ৯)

তথ্য-৬

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : এটি (কুরআন) একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা যিক্‌র।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১)

তথ্য-৭

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ.

অনুবাদ : আমরা এজন্য তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি যে তুমি কষ্ট পাবে। এটি শিক্ষা গ্রহণের গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু নয়, তার জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় করে।

(সুরা ত্বাহা/২০ : ২, ৩)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ আয়াতগুলোসহ আরও অনেক আয়াতে কুরআনকে 'যিক্‌র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ নামকরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন আল্লাহর যিক্‌রমূলক একটি গ্রন্থ। তাই, এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কুরআন অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

তাহলে দেখা যায়– কুরআন অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরআন অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র। অর্থাৎ পড়া বা শোনার মধ্যমে কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি, গুণাগুণ এবং আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহের শিক্ষা গ্রহণ করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র'-এর অন্তর্ভুক্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ... ... عَنْ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : "كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، **وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ**، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর যিকির ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-২৯০৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ। হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর বা প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রাসূল (স.) কুরআনকে আল্লাহর 'যিক্‌র' বলেছেন। তথা অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ বলেছেন। অর্থাৎ হাদীসটি অনুযায়ী– পড়া বা শোনার মাধ্যমে কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি, গুণাগুণ এবং আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহের শিক্ষা গ্রহণ করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র'-এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ : আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে।

(সুরা আন-নাহল/১৬ : ৪৪)

তথ্য-২

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

অনুবাদ : রাসূল (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।

(সুরা হাশর/৫৯ : ৭)

তথ্য-৩

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.

অনুবাদ : আর সে (রাসূল স.) মনগড়া কথা বলে না। এটা তার প্রতি প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছু নয়।

(সুরা নাজম/৫৩ : ৩, ৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ সকল আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– রাসূল (স.) আল্লাহ তা'য়ালার নিয়েগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী, আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (স.)-এর ব্যাখাকে গ্রহণ করতে বলেছেন এবং রাসূল (স.) কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করার সময় আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কোনো কিছু করতেন না।

তাই এ সকল আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআন অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হলে রাসূল (স.)-এর হাদীস অধ্যয়ন করা ও মনে রাখাও জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হবে। তবে এ দুই পদ্ধতির যিক্‌র-এর গুরুত্বের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে।

♦♦ তাহলে দেখা যায় সুন্নাহ (হাদীস) স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়া না হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই **২৩ নং পৃষ্ঠায়** উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– হাদীস অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র। অর্থাৎ পড়া বা শোনার মধ্যমে হাদীসে থাকা আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি, গুণাগুণ এবং আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহের শিক্ষা গ্রহণ করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র'-এর অন্তর্ভুক্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ **إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম নিশাপুরী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' এ লিখেছেন–* ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন– শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু সে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে করো), সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা সতর্ক থেকো, **নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে**

গেলাম, তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তার নবীর (স.) সুন্নাহ। নিশ্চয়ই মুসলমান একে অপরের ভাই, মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস নং ৩১৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বিদায় হজ্জের ভাষণের অংশ। তাই, এটি লক্ষাধিক সাহাবী সরাসরি রাসূল (স.)-এর মুখ থেকে শুনেছেন। হাদীসটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে, যতদিন মুসলিমরা আল্লাহর কিতাব কুরআন ও মহানবীর সুন্নাহর জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে, ততদিন তারা বিপথগামী হবে না। হাদীসটি অনুযায়ী– পড়া বা শোনার মাধ্যমে হাদীসের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি, গুণাগুণ এবং আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহের শিক্ষা গ্রহণ করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র'-এর অন্তর্ভুক্ত।

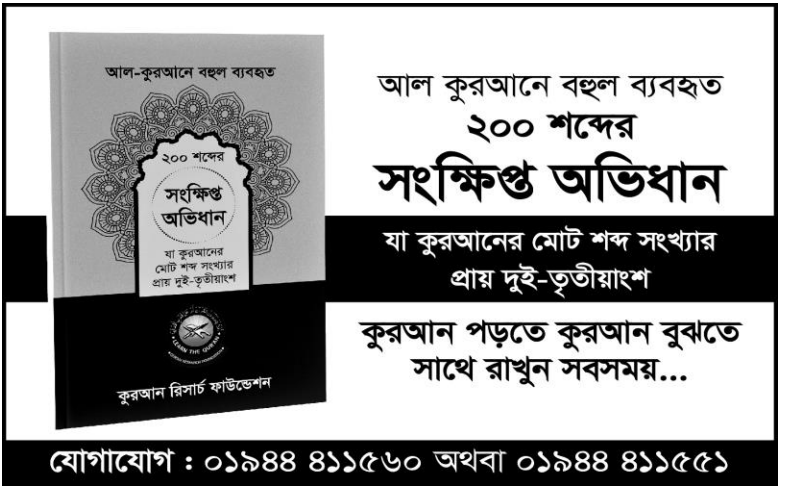

ফিকাহগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : তোমরা যদি না জানো তবে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে (ফকীহ) জিজ্ঞাসা করো। (সুরা নাহল/১৬ : ৪৩ ও সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সাধারণ মুসলিমদের বলেছেন– কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর ভিত্তিতে চেষ্টা করার পর কেউ যদি ইসলামের কোনো বিষয় জানতে বা বুঝতে না পারে তাবে তারা সমাজে থাকা কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করে সেটি জেনে নেবে।

ফিকাহগ্রন্থ হলো কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে ইসলামের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিদের চিন্তা-গবেষণার তথ্যধারণকারী গ্রন্থ। তাই সহজে বলা যায়– আয়াত দু'টি ফিকাহগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, অবশ্যই জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হবে।

তথ্য-২

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ : আর তোমার প্রতি যিক্‌র অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারও যেন (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে। (সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে বলার পরপরই মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন। ফিকাহগ্রন্থ হলো কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে ইসলামের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিদের

চিন্তা-গবেষণার তথ্যধারণকারী গ্রন্থ। তাই সহজে বলা যায়– কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা যদি জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হয় তাহলে ফিকাহগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, অবশ্যই জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হবে।

♦♦ তাহলে দেখা যায়– ফিকাহগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই **২৩ নং পৃষ্ঠায়** উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– ফিকাহগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ... ... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল,

এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেলো, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুর'আন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুর'আনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। **তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৭৯৭৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস দু'টির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য ওপরের সুরা নাহলের ৪৩ নং ও সুরা আম্বিয়ার ৭ নং আয়াতের অনুরূপ। তাই, আয়াত দু'টির ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করে হাদীস দু'টির ভিত্তিতেও বলা যায়– ফিকাহগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

বিজ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১.১

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .

অনুবাদ : তারা কি দেখে না, কী (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতি অনুযায়ী উটকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ মণ্ডলকে কী (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতি অনুযায়ী উঁচু করা হয়েছে? পর্বতমালাকে কী (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতি অনুযায়ী শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে? ভূমণ্ডলকে কী (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতি অনুযায়ী বিস্তৃত করা হয়েছে? (সুরা গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

তথ্য-১.২

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ.

অনুবাদ : সুতরাং মানুষ দেখুক তাকে কী (জিনিস) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সুরা আত তারিক / ৮৬ : ৫)

তথ্য-১.৩

أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ.

অনুবাদ : তারা কি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমরা কী (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতি অনুযায়ী তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই? (সুরা কা'ফ/৫০ : ৬)

তথ্য-১.৪

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

অনুবাদ : আর তিনিই (আল্লাহ) আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এরপর তা দিয়ে আমরা সব ধরনের উদ্ভিদের চারা উৎপন্ন করি, এরপর তা থেকে সবুজ পাতা উৎপন্ন করি, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা (শীষ) উৎপন্ন করি। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাদি বের করি, আর আঙুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং সৃষ্টি করি যায়তুন ও আনার, এগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন। দৃষ্টি দাও এর ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং এর পরিপক্কতা লাভের (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য এগুলোতে অবশ্যই নিদর্শন (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে।

(সুরা আন'আম/৬ : ৯৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ (Microscope & Telescope) যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'দেখা' শব্দটি দিয়ে শুধু খালি চোখে দেখা বুঝাতো। কিন্তু বর্তমান যুগে 'দেখা' শব্দটি দিয়ে বুঝাবে খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা।

তাই, আয়াতগুলোসহ আরও আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন জিনিস তথা মানুষ, পশু-পাখি, আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, মেঘমালা, পৃথিবী, বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি কী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি/প্রোগ্রাম অনুযায়ী সৃষ্টি (গঠন) করা হয়েছে এবং পরিচালনা করা হচ্ছে (Law of Creation and Conduction) তা মানুষকে খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে বলা হয়েছে বা না দেখার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে।

অর্থাৎ ওপরের আয়াতগুলোসহ আরও আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন জিনিস তথা মানুষ, পশু-পাখি, আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, মেঘমালা, পৃথিবী, বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাগ্রহণ করতে বলেছেন বা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গ্রহণ না করার জন্য তিরস্কার করেছেন।

তথ্য-২

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ : তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো– এ দু'টির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি, উপকারিতার চেয়ে। আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে যে, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলে দাও– (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে। এভাবে আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে (কোনো জিনিসের মূল বিষয়) তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা গবেষণা করতে পারো। (সুরা বাকারা/২ : ২১৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মতো আরও আয়াতে মহান আল্লাহ একটি জিনিস সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রথমে উপস্থাপন করেছেন। তারপর উপস্থাপিত তথ্যগুলো সামনে রেখে মানুষকে চিন্তা-গবেষণা (Research) করতে বলেছেন। এর কারণ হলো– উপস্থাপিত তথ্যগুলো সামনে রেখে চিন্তা-গবেষণা করলে ঐ জিনিসের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হবে। আর সেগুলো কাজে লাগিয়ে মানব সভ্যতা উপকৃত হবে।

আলোচ্য আয়াতে মদ ও জুয়ার ক্ষতি ও কল্যাণ সম্পর্কিত মূল তথ্য প্রথমে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর মদ ও জুয়ার ক্ষতি ও কল্যাণ সম্পর্কিত উপস্থাপিত তথ্যগুলো সামনে রেখে চিন্তা-গবেষণা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মদ ও জুয়া নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে তার ক্ষতি ও কল্যাণের দিকগুলো আবিষ্কার করে মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ.

অনুবাদ : আর উলুল আলবাবগণ ছাড়া কেউ (কুরআন থেকে) শিক্ষালাভ করে না (করতে পারে না)। (সুরা আলে-ইমরান/৩: ৭)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র উলুল-আলবাবগণ কুরআন থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। যারা প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে তারা প্রকৃত আমল করতে পারবে এবং সঠিকভাবে অপরকে তা শিক্ষা দিতেও পারবে, এটি একটি সহজ বোধগম্য কথা।

তাহলে এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র উলুল-আলবাবগণ কুরআন হতে প্রকৃত শিক্ষা নিতে পারবে, সে অনুযায়ী প্রকৃত আমল করতে পারবে এবং অপরকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারবে। তাই উলুল-আলবাব বলতে মহান আল্লাহ কাদের বুঝিয়েছেন তা সকল মুসলিমের ভালোভাবে জানা ও বুঝা দরকার।

উলুল-আলবাব কারা সেটি আল্লাহ জানিয়েছেন এভাবে–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ...

অনুবাদ : নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের জন্য নিদর্শন (উদাহরণ) রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিক্‌র করে (কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ এবং অনুসরণ করে) এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে ... ...

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন– মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে উলিল আলবাবদের জন্য। এরপর আল্লাহ উলিল আলবাব কোন ব্যক্তিরা, তা বুঝানোর জন্য তাদের দুটো গুণের উল্লেখ করেন–

১. যারা দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। মানুষ ২৪ ঘণ্টার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত এ তিন অবস্থার কোনো একটা অবস্থায় থাকে। তাহলে আল্লাহ এখানে উলিল আলবাবদের প্রথম গুণ হিসেবে বলেছেন– তারা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহকে স্মরণ করে। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চলে। তাই, উলিল আলবাগণ হলেন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিগণ।

২. যারা মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি অর্থাৎ মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব ও রাত ও দিনের আবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা করে।

তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– আল কুরআনে উলিল আলবাব বলতে বোঝানো হয়েছে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদেরকে। সুতরাং এ দু'খানি আয়াতের সম্মিলিত শিক্ষা হলো– কুরআন থেকে সঠিক শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন করতে পারবে শুধু প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

তথ্য-৪

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

(সুরা আল-বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ (কুরআনকে বোঝানোর জন্য) মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ (প্রাণীর) উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শিক্ষা : কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বোঝার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর সাহায্য নিতেও কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিৎ নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

অনুবাদ : অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই উহা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা : লক্ষণীয় বিষয় হলো– কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোন সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতিসহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

অনুবাদ : আর যারা কাফের তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা : যারা প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণের মাধ্যমে কুরআন তথা ইসলাম জানা বা বোঝাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

অনুবাদ : এর (প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করার ফলে অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করার কারণে অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই তারা সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

অনুবাদ : আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ছাড়া অন্য কাউকে তিনি এর (প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ) মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা : গুনাহগাররা ছাড়া অন্য কেউ প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয় না।

সম্মিলিত শিক্ষা

পুরো আয়াতটিতে কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত), কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

তথ্য-৫.১

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ : পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলাক থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার রব মহিমান্বিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। (কুরআনের মাধ্যমে) মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন যা সে আগে (জন্মগতভাবে) জানে না।

(সুরা আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের এ পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এবং এরপর বেশ কয়েক মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল। প্রথম আয়াতটির বিষয় অনির্দিষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর তা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভ্রূণ তত্ত্বের বিষয়।

তাহলে দেখা যায়– চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়াত তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মহান আল্লাহ কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে স্থান দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বিনা কারণে কোনো কাজ করার ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাই আল্লাহ তা'য়ালার এ কর্মপদ্ধতির মধ্যে নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ আছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানকে কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে মহান আল্লাহ এ কথাটিই জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক উদাহরণ (জ্ঞান) হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ (জ্ঞান)।

তথ্য-৫.২

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

অনুবাদ : আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে। আর তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে; তোমরা কি দেখো না?

(আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : বর্তমানে 'দেখা' বলতে বুঝায়– খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা। আয়াত দু'টির শিক্ষা এটি নয় যে– পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে শুধু দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য। কারণ, দুর্বল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের জন্য সেখানে শিক্ষা আছে। তাই, আয়াত দু'টির শিক্ষা হলো– পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য।

তাই, আয়াত দু'টি থেকে জানা যায়– দৃঢ়বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদাহরণের অর্ধেক আছে মানব শরীরের ভেতরে এবং অর্ধেক আছে মানব শরীরের বাইরের পৃথিবীতে। ২১ নং আয়াতের শেষে– খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানব শরীরের মধ্যের ও বাইরের পৃথিবীর উদাহরণ না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে।

তথ্য-৫.৩

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় তত দূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় তত দূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

তাহলে এ আয়াত অনুযায়ী– যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একদিন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতটিসহ আরও আয়াতের ভিত্তিতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– কুরআন জানা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক উদাহরণ হলো মানব শরীর বিজ্ঞানের জ্ঞান (উদাহরণ)।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– বিজ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– বিজ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ... ... عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াঝিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইব্‌নু 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন– কোনো বিচারক গবেষণায় (ইজ্‌তিহাদ) সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দু'টি পুরস্কার। আর বিচারক গবেষণায় ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯১৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে গবেষণা করার কথা বলা হলেও এর শিক্ষার প্রয়োগ সর্বজনীন। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– বিজ্ঞান গবেষণাসহ যেকোনো বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী, বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদীস -২

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: "اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন্-নিশাপূরী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাসান বিন হালীম থেকে শুনে তাঁর 'আল মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– পাঁচটি অবস্থার পূর্বে পাঁচটি অবস্থাকে গুরুত্ব দাও। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।

- ♦ হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং-৭৮৪৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল (স.) যে ৫টি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে বলেছেন তার ৪টি হলো– বার্ধক্যের পূর্বে যৌবন, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা, ব্যস্ততার পূর্বে অবসর এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবন। এ ৪টি বিষয়ই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী চিকিৎসা বিজ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান। আর প্রধান ২টি কারণ হলো–

১. চিকিৎসা বিজ্ঞান কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম।
২. স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই অন্য সব বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

আর তাই এ হাদীস অনুযায়ীও বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদীস-৩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهاَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْاِنْسَانُ رَبَّه قَالَ اِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْعٍ

অনুবাদ : আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চিনবে? রাসূল (স.) বললেন, যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অতঃপর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

♦ আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ- আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্বীন, পৃ: ১৮২

ব্যাখ্যা : হাদীসটিকে কেউ কেউ সনদের (বর্ণনা ধারা) দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীসটির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের সাথে ভীষণভাবে সামাঞ্জস্যশীল। রাসূল (স.) বলেছেন, যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে।

রবকে চিনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা। আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক হলো–

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।
২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা বিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভরশীল। তাই এ হাদীস অনুযায়ী– চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ (তথ্য/জ্ঞান) রবকে চেনা তথা কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়ক।

সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী
জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

সালাত

আল কুরআন

তথ্য-১

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ط

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন কেনা-বেচা বন্ধ করে আল্লাহর যিক্‌র-এর (সালাত) দিকে দৌড়াও।

(সুরা জুমু'আ/৬২ : ৯)

তথ্য-২

إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

অনুবাদ : নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, অতএব আমার দাসত্ব করো (দাসত্বের শর্তপূরণ করে জীবন পরিচালনা করো) এবং আমার যিক্‌র এর জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো।

(সুরা ত্বাহা/২০ : ১৪)

তথ্য- ৩

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ.

অনুবাদ : আর তুমি সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকাজ অবশ্যই (ছগীরা) গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। এটা (সালাত কায়েম করা) যিক্‌রকারীদের জন্য এক বড়ো যিক্‌র।

(সুরা হুদ/১১ : ১১৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতে সালাতকে সরাসরি আল্লাহর যিক্‌র বলা হয়েছে। ২ নং তথ্যের আয়াতটিতে আল্লাহর যিক্‌র-এর জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। আর ৩ নং তথ্যের আয়াতটিতে সালাত কায়েম করাকে যিক্‌রকারীদের জন্য এক বড়ো যিক্‌র বলা হয়েছে।

সালাতকে যিক্‌র বলার কারণ হলো– সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের জীবন পরিচালনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করার আদেশের মাধ্যমে সেই শিক্ষাগুলো স্মরণ রাখার (ভুলতে না পারার) অপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অর্থাৎ সালাত হলো– আল্লাহর দিতে চাওয়া ঐ শিক্ষাগুলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে (Theoretically and Practically) দিনে পাঁচবার অনুশীলনের মাধ্যমে স্মরণ রাখার এক অপূর্ব ব্যবস্থা। তাই এ আয়াতগুলো অনুযায়ী সালাত স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর একটি বিষয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– সালাত স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– সালাত জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকার হাদীস

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ : هِىَ فِى النَّارِ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ : هِىَ فِى الْجَنَّةِ.

অনুবাদ : *আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বললো– ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখ দিয়ে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন– সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম (নফল) রোজা রাখে, কম (নফল) সদকা করে এবং সালাতও (নফল) কম পড়ে। তার

দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরা বিশেষ (খুবই কম)। কিন্তু সে নিজের মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল (স.) বললেন– সে জান্নাতী।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৯৬৭৩।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে উল্লেখিত প্রথম মহিলাকে প্রচুর সালাত আদায় করলেও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়ার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় মহিলা কম সালাত (নফল সালাত) আদায় করেছে, কিন্তু প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়ার কারণে সে জান্নাত পাবে।

এর কারণ হলো– প্রতিবেশী তথা মানুষকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়া, সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয়ের (কুরআন) একটি শিক্ষা। প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত পড়ার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দিয়েছে। এখান থেকে বুঝা যায় সে প্রচুর সালাত আদায় করেও সালাতের এ শিক্ষাটি নেয়নি। তাই সে ঐ শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতেও পারেনি। এ কারণে তার সালাত কবুল হয়নি এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

অন্যদিকে হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় মহিলা নফল সালাত কম পড়লেও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়নি। এখান থেকে বুঝা যায় সে সালাত কম আদায় করলেও তা থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করেছে। এ কারণে তার সালাত কবুল হয়েছে এবং সে জান্নাত পেয়েছে।

সালাত তার পঠিত বিষয় ও অনুষ্ঠান তথা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে (Theoretically and Practically) এটিসহ অনেক শিক্ষা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় দিনে পাঁচবার। তাই এ আয়াত অনুযায়ী সালাত স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর একটি বিষয়।

সিয়াম

আল কুরআন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে (তা থেকে শিক্ষা নিয়ে) তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতন মানুষ হতে পারো। (সুরা বাকারা/২ : ১৮৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– সিয়ামের শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতন মানুষ তৈরি করতে চান। সে মানুষগুলো হবে এমন যারা পেটের ক্ষুধা ও জৈবিক ক্ষুধা থাকলেও আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপনে তা থেকে দূরে থাকবে। সিয়াম, বাস্তব অনুশীলনের (Practical work) মাধ্যমে এ শিক্ষাটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতি বৎসর একমাস ধরে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী সিয়াম স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর একটি বিষয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– সিয়াম স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– সিয়াম স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আদাম ইবন আবী ইয়াস (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে পারেনি, তার খাওয়া বা পান করা ছেড়ে দেওয়াতে (সিয়াম পালনে) আল্লাহর কোনো দরকার নেই।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৮০৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি থেকে জানা যায়– যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করার পর মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচরণ তথা কুরআন বিরোধী কথা ও আচরণ ছাড়েনি তার সিয়াম কবুল হবে না। এর কারণ হলো– সিয়াম, আল্লাহর প্রণয়ন করা স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের একটি বিষয়। অর্থাৎ সিয়ামের অনুষ্ঠান পালন করে বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতনতার শিক্ষা নিতে হবে এবং তা স্মরণ রাখতে হবে। অতঃপর সে শিক্ষা অনুসরণ করে বাস্তব জীবন পরিচালনা করতে হবে। সে বিশেষ আল্লাহ-সচেতনতা হলো– পেটের ক্ষুধা ও জৈবিক ক্ষুধা থাকলেও আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপনে তা থেকে দূরে থাকা।

হাজ্জ

আল কুরআন

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى.

অনুবাদ : হাজ্জের মাসগুলো সুনির্দিষ্ট। সুতরাং যে এ মাসগুলোতে হাজ্জকে নিজের ওপর ফরজ করে নিয়েছে সে যেন হাজ্জের সময়ে অশ্লীল কাজ, পাপকাজ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। আর তোমরা যে ভালো কাজই করো না কেন আল্লাহ তা জানেন। আর (হাজ্জ থেকে জীবনের জন্য) পাথেয় সংগ্রহ করো, আর অবশ্যই (হাজ্জ থেকে গ্রহণীয়) সর্বোত্তম পাথেয় হলো (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা।

(সুরা বাকারা/২ : ১৯৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– হাজ্জ পালন থেকে শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতন মানুষ তৈরি করতে চান। সে মানুষগুলো হবে এমন, যারা কায়িক পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতি হলেও আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকবে। হাজ্জ, বাস্তব অনুশীলনের (Practical work) মাধ্যমে এ শিক্ষাটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনে একবার। তাই এ আয়াত অনুযায়ী 'হাজ্জ' স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর একটি বিষয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– হাজ্জ স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই **২৩ নং পৃষ্ঠায়** উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– হাজ্জ স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

কুরবানী

আল কুরআন

لَن يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَّنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ ط

অনুবাদ : এদের (কুরবানীর পশুর) গোশত এবং রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে (এর শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হওয়া) তোমাদের (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ সচেতনতা।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতন মানুষ তৈরি করতে চান। সে মানুষগুলো হবে এমন যারা প্রিয় জিনিস এমনকি জীবন হারানোর সম্ভাবনা থাকলেও আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকবে। কুরবানী, বাস্তব অনুশীলনের (Practical work) মাধ্যমে এ শিক্ষাটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতি বছর একবার। তাই এ আয়াত অনুযায়ী 'কুরবানী' স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর একটি বিষয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– কুরবানী স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরবানী স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

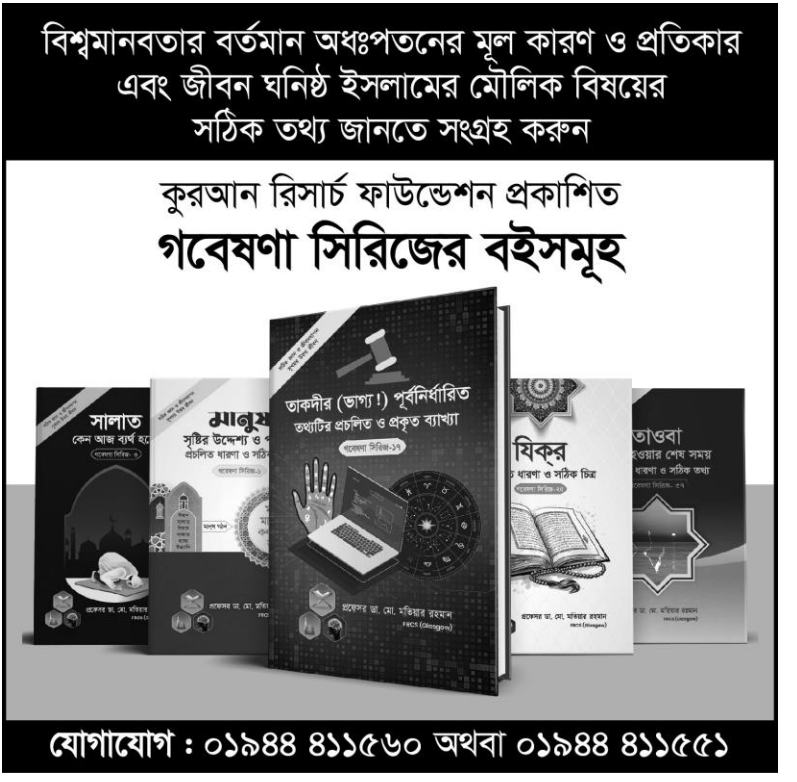

আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং কালিমা তাইয়্যেবা মুখে বা মনে উচ্চারণ করা স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً.

অনুবাদ : সুতরাং তুমি তোমার রবের (গুণবাচক) নাম যিক্‌র করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি নিবেদিত হও।

(সুরা মুয্‌যাম্মিল/৭৩ : ৮)

তথ্য-২

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

অনুবাদ : (হে নবী) তোমার মহান রবের (গুণবাচক) নামের তাসবীহ করো।

(সুরা আল-আ'লা/৮৭ : ১)

তথ্য-৩

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ.

অনুবাদ : তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

(সুরা নাস্‌র/১১০ : ৩)

তথ্য-৪

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

অনুবাদ : তুমি কি লক্ষ করোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ দিয়েছেন? কালেমায়ে তাইয়্যেবার (উদাহরণ হলো) উত্তম গাছ যার মূল সুদৃঢ়

ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। (যেটি) প্রত্যেক মওসুমে তার রবের অনুমতিক্রমে ফলদান করে; আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা যিক্‌র (শিক্ষা গ্রহণ) করে।

(সুরা আম্বিয়া/২১ : ২৪, ২৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়– আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং কালিমা তাইয়্যেবা অর্থ বুঝে মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করা এবং স্মরণ রাখা আল্লাহর যিক্‌র-এর অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং কালিমা তাইয়্যেবা স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং কালিমা তাইয়্যেবা অর্থ বুঝে মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করা স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيّ... ... ... سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন হুবাইব ইবন আরাবিয়্যু (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি– সর্বোত্তম যিক্‌র হলো لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু), আর সর্বোত্তম দু'আ হলো الْحَمْدُ لِلَّهِ (আল-হামদু লিল্লাহ)।

- তিরমিযী, আস-সুনান, ৩৩৮৩।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَلِمَتَانِ

خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তিগণ যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন নুমাইর, যুহাইর ইবন হারব ও আবূ কুরাইব, মুহাম্মাদ ইবন ত্বরীফ আল-বাযালিয়্যু (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন দুটি বাক্য আছে, যা মুখে হাল্কা (উচ্চারণে সহজ), মাপে অনেক ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। এ বাক্য দুটি হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭০২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তিদ্বয় আবূ বকর ইবন আবী শায়বা ও আবূ কুরাইব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– আমার কাছে سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ (সুব্হান্নাল্লাহ ওয়াল হাম্দু লিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার) বলা দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতেও বেশি প্রিয়।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭০২২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَوةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا

وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল হুমাইদ ইবন বায়ান আল-ওয়াসিতিয়্যু (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার 'আল-হামদুলিল্লাহ', তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং একশতবার পূর্ণ করার জন্যে একবার لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ পড়ে তার সমস্ত ছগীরা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যদিও তা হয় সাগরের ফেনাপুঞ্জের সমান।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৩৮০
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

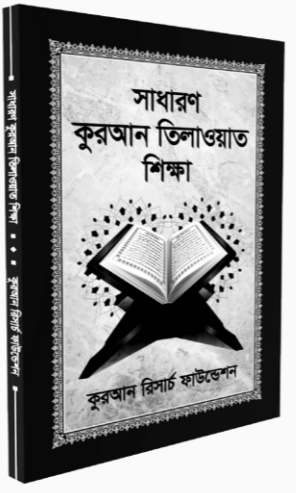

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করা বলতে বুঝায়– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা। আমরা এটিও জেনেছি যে– স্মরণ রাখার স্তরের যিক্‌র করার উপায়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো–

১. কুরআন অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
২. হাদীস অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৩. ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৪. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন ধারণকারী বিভিন্ন গ্রন্থ (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদি) অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৫. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি উপাসনামূলক আমলসমূহ পালন করে তার অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো স্মরণ রাখা।
৬. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাক্য মনে মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৭. সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি তাসবীহসমূহ মনে মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার অর্থ স্মরণ রাখা।

প্রশ্ন হলো– এ উপায়গুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এটি জানা খুবই দরকার। কারণ বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম যিক্‌র করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় মনে করেন সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি তাসবীহসমূহ অথবা কালিমা তাইয়্যেবা না বুঝে বা

বুঝে মনে মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করাকে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় কি তাই? আমরা এখন কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে বিষয়টি জানার চেষ্টা করবো।

Common sense

আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহের মূল ও একমাত্র নির্ভুল উৎস হলো আল কুরআন। আর এ বিষয়গুলো কুরআনে উল্লেখিত আছে বিস্তারিত, সংক্ষিপ্ত বা ইঙ্গিত আকারে। কুরআনের সাথে যিক্‌রের অন্য বিষয়গুলোর সম্পর্ক হলো–

- **হাদীস :** কুরআনে উল্লেখিত বিষয়ের রাসূল (স.)এর করা ব্যাখ্যা। এটি কুরআনের মতো নির্ভুল নয়।
- **ফিকাহ :** কুরআন ও হাদীসের বিষয়গুলো নিয়ে মনীষীদের গবেষণার ফলধারণকারী গ্রন্থ। এটি হাদীসের মতো নির্ভুলও নয়।
- **বিজ্ঞান গ্রন্থ :** কুরআনে উল্লেখিত বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটিত (Discover) হওয়া বিস্তারিত দিক। এটি কুরআনের মতো নির্ভুল নয়।
- **সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী :** কুরআনে থাকা বিষয়সমূহ রিভিশন দিয়ে মনে রাখা এবং বাস্তবে পালন করার মাধ্যমে শিখানোর ব্যবস্থা।
- **আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ ও কালিমা তাইয়্যেবা :** কুরআনে থাকা বিষয়সমূহ রিভিশন দিয়ে মনে রাখা।

তাহলে দেখা যায়– কুরআন অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা ছাড়া স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের বাকি বিষয়গুলো হলো কুরআনে থাকা বিষয়ের বিভিন্ন দিক বা অবস্থা এবং তা কুরআনের মতো নির্ভুল নয়। তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হবে কুরআন অধ্যয়ন করা তথা বুঝে বুঝে পড়া এবং তা স্মরণে রাখা।

♣♣ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হবে কুরআন অধ্যয়ন করা এবং কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখা।

আল কুরআন

তথ্য-১

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ.

অনুবাদ : এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ (ভুল) নেই।

(সুরা বাকারা/২ : ২)

তথ্য-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অনুবাদ : রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথ নির্দেশ (জ্ঞানের উৎস)। যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বাণী ধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কুরআন হলো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী গ্রন্থ। অর্থাৎ কুরআন ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ।

তথ্য-৩

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . وَيٰلَتٰى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا . وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

অনুবাদ : (২৭) আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (২৯) অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিলো তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল। (৩০) আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০)

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা

২৭ নং আয়াতের (আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ গ্রহণ করতাম) ব্যাখ্যা : আল কুরআনের বহু স্থানে কাফির ও কবীরা গুনাহগার মু'মিনকে জালিম বলা হয়েছে। তাই, আয়াতটি উভয় বিভাগের জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হলেও পরের তিনটি আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মু'মিন জালিমরা মূল লক্ষ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায়– কিয়ামতের দিন উভয় বিভাগের জালিমরা দুঃখ করে বলবে তারা রাসূল (স.)-এর বলা জীবন চলার সঠিক পথ তথা কুরআনের পথ অবলম্বন না করে মারত্মক ভুল করেছে।

২৮ নং আয়াতের (হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম) ব্যাখ্যা : উভয় বিভাগের জালিমরা বলবে– ইবলিস ও তার দোসরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে।

২৯ নং আয়াতের (অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর)-এ অংশের ব্যাখ্যা : জালিমরা বলবে, শয়তান তাদেরকে কুরআন বিরুদ্ধ পথে নিয়েছিল কুরআন তাদের কাছে পৌঁছার পর। অর্থাৎ তারা কুরআন জানতো।

২৯ নং আয়াতের (আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল)-এ অংশের ব্যাখ্যা : শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান ও আমল থেকে দূরে সরানোর জন্য।

৩০ নং আয়াতের (আর রাসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল) ব্যাখ্যা : রাসূল (স.) কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে– তিনি নানা দৃষ্টিকোণের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জনকে অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের ওপর অপরিসীম বেশি গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তারপরও এরা কুরআনকে পরিত্যাগ করে অন্য গ্রন্থকে জ্ঞানার্জনের মূল গ্রন্থ বানিয়েছিল এবং তা অনুসরণ করেছিল। এমনকি কুরআনের সরাসরি আদেশ অমান্য করে তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছিল এবং উপদল সমূহের নাম থেকে কুরআনের নামটিও বাদ দিয়েছিল (আহলে হাদীস ও আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত)। তাই, আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন (শাফায়াত) করছি।

আয়াতগুলোর শিক্ষা

আয়াতগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– রাসূল (স.) তাঁর উম্মতের কিছু লোককে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য শাফায়াত করবেন। সে লোকগুলো হবে তারা– যারা দুনিয়ায় জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআনের চেয়ে অন্য গ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

যে কারণে রাসূল (স.) ঐ লোকদের জাহান্নামের শাস্তির সুপারিশ করবেন তা হলো–

১. কুরআন না জেনে অন্য গ্রন্থ পড়ায় সেখানে থাকা জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ভুল বা মিথ্যা তথ্যকে তারা সত্য মনে করেছে। আর সেগুলোর ওপর আমল করে তারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।
২. জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। ফলে জীবন পরিচালনার সময় তারা মৌলিক বিষয়কে অমৌলিক এবং অমৌলিক বিষয়কে মৌলিক হিসেবে পালন করেছে। এ কারণে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটি সে বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই **২৩ নং পৃষ্ঠায়** উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে কুরআন অধ্যয়ন করা এবং কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখা হবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) যে কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয় জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৪০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রাসূল (স.) আল্লাহ তা'য়ালার কসম খেয়ে হাদীসটি বলা শুরু করেছেন। তাই হাদীসটির বক্তব্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (স.) সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো– রাসূল (স.)-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি তথা রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস শোনা। রাসূল (স.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে– কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করার জন্য। ঈমান হলো– জ্ঞান+বিশ্বাস।

তাই, হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো– যে রাসূল (স.)-এর 'হাদীস' শুনবে তথা হাদীসের জ্ঞানার্জন করবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে বিশ্বাস না করে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।
আর এর প্রধান দু'টি কারণ হলো–

১. জাল/ভুল হাদীস ধরতে না পারা।
হাদীসটি যদি মৌলিক বিষয় সম্বলিত হয় তবে সেটির ওপর আমল করার কারণে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

২. মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা।
কুরআন না জেনে হাদীস পড়া ব্যক্তি ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে আমলের সময় তার মৌলিক আমল বাদ যাবে। এ কারণে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ..... عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ

سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর যিকির ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

♦ তিরমিযী, আস-সুনান (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-২৯০৬।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।
- হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর বা প্রসিদ্ধ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ. وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু সাঈদ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন– আমার রব বলেন যারা কুরআন (অধ্যয়ন, গবেষণা ও দাওয়াত) নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক্‌র ও আমার কাছে দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবো। আল্লাহর কালাম (কুরআন) সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

- ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯২৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।

অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার উপায়সমূহ

অনুসরণ বা বাস্তবায়ন স্তরের যিক্‌র হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো জানা ও স্মরণ রাখা হয়েছে তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা। অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ও বিজ্ঞান গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ও কুরবানী পালন করে এবং আল্লাহর গুণবাচক নাম ও কালিমা তাইয়্যেবা মুখে বা মনে উচ্চারণ করে যে তথ্যগুলো জানা ও স্মরণ রাখা হয়েছে তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা।

তাই অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার বিষয়টি দু'ভাগে বিভক্ত হবে–

১. যে সকল বিষয়ের পালন পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে সেগুলোর অনুসরণ স্তরের যিক্‌র হবে কুরআন ও হাদীসে থাকা বক্তব্য অনুসরণ করে বিষয়গুলো পালন করা।

বিজ্ঞান বাদে প্রতিটি কাজের সকল ফরজ বাস্তবায়ন পদ্ধতি কুরআনে উপস্থিত আছে। এ তথ্য কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অনুবাদ : আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাবটি নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ।

(সুরা নাহল/১৬ : ৮৯)

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ۭ

অনুবাদ : আমরা কিতাবে (কুরআন) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি।

(সুরা আন'আম/৬ : ৩৮)

হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি কুরআনে উল্লেখিত বক্তব্য বা পদ্ধতির সম্পূরক বা অতিরিক্ত হতে পারবে কিন্তু বিপরীত হতে পারবে না। মানব সভ্যতার অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার জন্য কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ থাকা পদ্ধতির খুঁটিনাটি পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. যে সকল বিষয়ের পালন পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই তবে বিজ্ঞানের গ্রন্থে উল্লেখ আছে সেগুলো বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বক্তব্য অনুসরণ করে পালন করা হবে অনুসরণ স্তরের যিক্‌র। যেমন– বিভিন্ন রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি, অপারেশন করার পদ্ধতি ইত্যাদি। এ পালন পদ্ধতি কুরআন ও নির্ভুল হাদীসের কোনো বক্তব্যের বিরোধী হতে পারবে না।

যিক্‌রের দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক

বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমানে যারা যিক্‌র করেন তাদের অধিকাংশই যিক্‌র বলতে শুধু জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রকেই বোঝেন। তাই স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের বিষয়ের সাথে তাদের বাস্তব কাজের মিল দেখা যায় না।

Common sense

যিক্‌রের দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ জানা ও স্মরণ রাখা এবং অনুসরণ স্তরের যিক্‌রের মধ্যকার সম্পর্ক বুঝার সহজ উপায় হলো পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষা। পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্যে সকল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার বিষয়গুলো স্মরণ রাখার জন্যে বারবার পড়তে তথা Revision দিতে হয়। আর জানা ও স্মরণ রাখার জন্যে বারবার পড়ার কল্যাণ একজন পরীক্ষার্থী শুধু তখনই পাবে যখন পরীক্ষার সময়, জানা ও স্মরণ রাখা বিষয় অনুযায়ী প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

মানুষের জীবন একটি পরীক্ষার সময় বলে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً.

অনুবাদ : তিনি জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটি পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্যে যে– তোমাদের মধ্যে কাজে কে উত্তম।

(সুরা মূলক/৬৭ : ২)

জীবনের পরীক্ষার বিষয়গুলো (Syllabus) উপস্থিত আছে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, বিজ্ঞানের গ্রন্থ ও আল্লাহর গুণবাচক নাম ও কালেমা তাইয়্যেবাতে। তাই, জীবন পরিচালনামূলক পরীক্ষায় সফল হতে হলে প্রথমে পরীক্ষার বিষয়গুলো কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, বিজ্ঞানগ্রন্থ, আল্লাহর গুণবাচক নাম ও কালেমা তাইয়্যেবা পড়ে তাত্ত্বিকভাবে (Theoritically) এবং সালাত,

যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমল পালন করে ব্যবহারিকভাবে (Practically) জানতে ও স্মরণ রাখতে হবে। তারপর জানা ও স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে, অনুসরণ স্তরের যিক্‌র তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করতে হবে।

তাই Common sense অনুযায়ী সহজেই বলা যায়– যিক্‌রের দুই স্তরের মধ্যকার সম্পর্ক হলো, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা হবে।

♣♣ তাহলে ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

আল-কুরআন

তথ্য-১

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা কেন তা বলো যা তোমরা (বাস্তবে) পালন করো না? আল্লাহর কাছে এটি একটি অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী বিষয় যে– তোমরা বলবে এমন কথা যা (বাস্তবে) করো না।

(সুরা সফ/৬১ : ২, ৩)

ব্যাখ্যা : স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার সময় একজন মু'মিন মুখে বা মনে মনে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় উচ্চারণ করে তথা বলে। সালাতের সময় ঐ কথাগুলো আল্লাহ তা'য়ালার সামনে দাঁড়িয়ে বলা হয়।

তাই এ আয়াত অনুযায়ী– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের সময় যে সকল বিষয় মুখে বা মনে উচ্চারণ করে বলা হয় অনুসরণ স্তরের যিক্‌র তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করার সময় যদি সে বিষয়গুলো প্রয়োগ না করা হয় তবে আল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হন। অর্থাৎ তা একটি বড়ো গুনাহের বিষয়।

এখান থেকে বুঝা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

তথ্য-২

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

অনুবাদ : অতঃপর দুর্ভোগ (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের সালাতের (সময়, উদ্দেশ্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শিক্ষা ইত্যাদি) সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানো কাজ করে এবং পাতিলের ঢাকনি (ছোটো-খাটো জিনিসও) দান করা হতে বিরত থাকে (কৃপণ)।

(সুরা মা'উন/১০৭ : ৪-৬)

ব্যাখ্যা : পূর্বেই আমরা জেনেছি সালাতকে মহান আল্লাহ তাঁর যিক্‌র বলে উল্লেখ করেছেন। তাই, সালাত আদায় করা হলো আল্লাহর স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করা তথা সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয়ের মাধ্যমে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো জানা ও স্মরণ রাখা।

সালাতের পঠিত বিষয়ের তিনটি শিক্ষা হলো–

১. সালাতসহ সকল কাজ সঠিক সময়ে, যথাযথ নিষ্ঠা ও একাগ্রতাসহ করা।
২. মানুষকে দেখানোর জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ করা।
৩. কৃপণ না হওয়া।

যে সালাত আদায়কারী এ তিনটি শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলো না সে সালাতের শিক্ষা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করল না। এ ধরনের সালাত আদায়কারীর ঠিকানা জাহান্নাম বলে আলোচ্য আয়াত তিনটিতে জানানো হয়েছে।

তাই এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রসহ অন্য যেকোনো স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার পর ঐ যিক্‌রের শিক্ষা স্মরণ না রাখলে এবং বাস্তবে প্রয়োগ না করলে তথা অনুসরণের স্তরের যিক্‌র না করলে ঐ যিক্‌র দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কল্যাণ (সাওয়াব) বয়ে আনবে না।

তথ্য-৩

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

অনুবাদ : (ঈমান আনার ব্যাপারে) তারা কি শুধু অপেক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে কিংবা তোমাদের প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু বা অন্য আজাব) আসবে সেদিন তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান থাকা অবস্থায় (আ'মল করার মাধ্যমে) নেকী অর্জন করেনি।

(সুরা আন'আম/৬ : ১৫৮)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। ঈমানের জ্ঞানের বিষয়টি হলো কালেমা তাইয়্যেবা। আর ঈমান আনতে হয় কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ এবং অর্থসহ ব্যাখ্যাটি অন্তরে বিশ্বাস করার মাধ্যমে।

এ আয়াত থেকে জানা যায়– ঈমান আনা তথা কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ এবং অর্থসহ ব্যাখ্যাটি অন্তরে বিশ্বাস করার পর কেউ যদি মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে কালেমার দাবি অনুযায়ী আমল না করে যায় তবে তার ঐ ঈমানের কোনো মূল্য সে পাবে না।

তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– কালেমা তাইয়্যেবা নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্রসহ অন্য যেকোনো স্মরণ রাখা স্তরের যিক্র করার পর ঐ যিক্রের শিক্ষা স্মরণ না রাখলে এবং বাস্তবে প্রয়োগ না করলে তথা অনুসরণ স্তরের যিক্র না করলে ঐ যিক্র দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কল্যাণ (সাওয়াব) বয়ে আনবে না।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্রের কল্যাণ (সওয়াব) পাওয়ার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্রের কল্যাণ (সওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ স্তরের যিক্র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ : هِيَ فِي النَّارِ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ : هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

অনুবাদ : *আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বললো– ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখ দিয়ে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন– সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম (নফল) রোজা রাখে, কম (নফল) সদকা করে এবং সালাতও (নফল) কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরা বিশেষ (খুবই কম)। কিন্তু সে নিজের মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল (স.) বললেন– সে জান্নাতী।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৯৬৭৩।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির মাধ্যমে রাসূল (স.) সালাত, সিয়াম ও যাকাত নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের সওয়াব পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি দুজন সালাত আদায়কারীর অবস্থা পাশাপাশি বর্ণনা করে সুন্দরভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথম জন ঐ সকল স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অনুষ্ঠান প্রচুর পালন করেছে কিন্তু তার একটি শিক্ষা (প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া) নেয়নি এবং বাস্তবে প্রয়োগ করেনি। তাই তাকে জাহান্নামে যেতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সকল স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র পালন করার কোনো সওয়ার সে পাবে না। আর দ্বিতীয় জন ঐ সকল স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র (ফরজ বাদ না দিয়ে) অপেক্ষাকৃত কম করলেও তা থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করেছে। তাই সে জান্নাতবাসী হয়েছে। অর্থাৎ সে ঐ সকল স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের সওয়াব পেয়েছে।

তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি কুতাইবা বিন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র হলো সে যে কিয়ামতের ময়দানে অনেক সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। অতঃপর তার (সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি) আমল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে তার সকল আমল বিনিময় হিসেবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপ তার ওপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৭৪৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং তথ্যের হাদীসটির অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া

যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَالَ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

অনুবাদ : *আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন যার মধ্যে তিনি বলেননি, খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-১২৪০৬।
- হাদীসটির সনদ হাসান।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির একটি বক্তব্য হলো– খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই। এর কারণ হলো– ঈমান আনা একটি জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র। আর খিয়ানাত না করা এ যিক্‌রের একটি দাবি।

তাই এ হাদীসটি অনুযায়ীও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

♣♣ এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত আরও হাদীস হাদীসের গ্রন্থগুলোতে আছে।

বেশি বেশি যিক্‌র করার স্থানের ব্যাপারে কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের (সালাতের) দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য (অধিক) উত্তম যদি তোমরা জানতে। অতঃপর যখন সালাত শেষ হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে (কর্মক্ষেত্রে) ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো, আর (এ সময়ে) আল্লাহর যিক্‌র বেশি বেশি করো যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও।

(সুরা জুমু'আ/৬২ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা : সালাত হলো স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র। তাই, ৭ নং আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা জুমু'আর দিনে আযানের মাধ্যমে সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের দিকে ডাকা হলে সকল কাজকর্ম রেখে মু'মিনদেরকে দৌড়ে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা জুমু'আর দিনে মু'মিনদেরকে মসজিদে গিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করে, অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের শিক্ষাগুলো রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে স্মরণ করতে ও স্মরণ রাখতে বলেছেন।

৮ নং আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা সালাত আদায়কারীদের বলেছেন– তারা যদি সালাত থেকে কল্যাণ পেতে চায় তবে তাদেরকে সালাত শেষ করে রুজি-রোজগারের জন্যে কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং ঐ কর্মক্ষেত্রে বেশি বেশি তাঁর যিক্‌র করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে যিক্‌র করার অর্থ হলো অনুসরণ স্তরের যিক্‌র করা। তাই, আল্লাহ এখানে সালাত আদায়কারীদের বলেছেন– তারা যদি সালাত নামের স্মরণ

রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ পেতে চায় তবে সালাতের অনুষ্ঠান করে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে যে সকল তথ্য রিভিশন দিয়ে তারা স্মরণে এনেছে ও রেখেছে সেগুলোকে বাস্তব কাজের সময় তথা অনুসরণ স্তরের যিক্‌র করার সময় বেশি বেশি প্রয়োগ করতে হবে। সালাতকে সামনে রেখে কথাটি বলা হলেও সকল স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের বেলায় এ নীতিমালাটি প্রযোজ্য হবে।

তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– বেশি বেশি যিক্‌র করার স্থান হলো কর্মক্ষেত্র। আর কর্মক্ষেত্রে যিক্‌র করার উপায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করে কাজ করা।

এ নীতিমালা প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ–

১. সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের প্রধান শিক্ষা হলো– আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা (তাকওয়া) তৈরি করা। তাই সালাত শেষে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ নিষেধ অনুযায়ী প্রতিটি কাজ করা বা না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং কাজটি বাস্তবে করার সময় কুরআন ও সুন্নাহ বলে দেওয়া নিয়ম-কানুনকে অনুসরণ করতে হবে।

২. সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্য একটি শিক্ষা হলো– ইসলাম জানার ব্যাপারে কুরআনের জ্ঞানার্জন করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া। তাই সালাত শেষে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের সময় কুরআনের জ্ঞানার্জন করাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের একটি শিক্ষা হলো– কোনো কাজে মৌলিক একটি ভুল হলে সে কাজটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। তাই সালাত শেষে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ কোনো কাজে মৌলিক ভুল না হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

৪. সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের আর একটি শিক্ষা হলো– সময়মত সকল কাজ করা। তাই সালাত শেষে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনের সকল কাজ সময় মতো করতে হবে।

৫. সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্য একটি শিক্ষা হলো– বংশ, গোত্র, রং, সামজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি ব্যক্তির মর্যাদার মাপকাঠি নয়। মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হলো আল্লাহ

সচেতনতা (তাকওয়া)। তাই সালাত শেষে বাস্তব জীবনে গিয়ে এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে বংশ, গোত্র, রং, সামজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলোর ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য না করার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

৬. কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করা নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের একটি শিক্ষা হলো– প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে না খাওয়া। তাই, কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নমূলক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার পর এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে প্রতিবেশী যাতে অভুক্ত না থাকে সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখার পর নিজে পেট ভরে খেতে হবে।

৭. সিয়াম নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের একটি শিক্ষা হলো– পেটের ক্ষুধা উপেক্ষা করেও প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে। তাই সিয়াম নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র পালন করার পর এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে পেটে ক্ষুধা থাকলেও প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. সুবহানাল্লাহ শব্দের প্রধান অর্থ হলো– আল্লাহ শিরক থেকে মুক্ত। তাই সুবহানাল্লাহ নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার পর এ যিক্‌রের অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে সকল ধরনের শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

৯. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বাক্যের একটি অর্থ হলো– স্বাধীনভাবে আইন তৈরি করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। তাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার পর এ যিক্‌রের অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে কাউকে স্বাধীনভাবে আইন বানানোর অধিকারী বলে সমর্থন করা বা ভোটের মাধ্যমে মেনে নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের সময়ে স্বরের উচ্চতার মাত্রা

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

অন্য মানুষকে কষ্ট দেওয়ার দৃষ্টিকোণ

ইসলাম অন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে কোনো কাজ করাকে পছন্দ করে না। তাই সহজেই বলা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র এমন উচ্চ স্বরে করা ইসলাম সিদ্ধ হতে পারে না যাতে অন্য মানুষ কষ্ট পায় বা অন্য মানুষ বিরক্ত হয়।

দৃষ্টিকোণ-২

অধিক স্মরণ থাকার দৃষ্টিকোণ

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যত বেশি সংখ্যকটি দিয়ে ব্রেইনে ঝলক তৈরি করা যায় একটি বিষয় তত অধিক স্মরণে থাকে। তাই যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে চাওয়া হচ্ছে সেটি যদি মুখে এতটুকু শব্দ করে উচ্চারণ করা হয় যে, ব্যক্তি নিজে তা শুনতে পায় তবে সেটি অধিক স্মরণে থাকে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের স্মরের উচ্চতা এতটুকু হলে ভালো হয় যেন যিক্‌রকারী নিজে তা শুনতে পায়।

♣♣ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের স্বরের উচ্চতা এতটুকু হওয়া উচিৎ যেন যিক্‌রকারী নিজে তা শুনতে পায়।

কুরআন

তথ্য-১

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

অনুবাদ : আর তোমার রবের যিক্‌র করো মনে মনে, বিনয়ের সাথে, অন্তরে ভয় নিয়ে, অনুচ্চ স্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর (যিক্‌রের এ সকল ব্যাপারে) Common sense-কে কম গুরুত্ব দেওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২০৫)

তথ্য-২

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا.

অনুবাদ : আর সালাতে স্বর উচ্চ করো না এবং একেবারে ক্ষীণও করো না, বরং এ দু'য়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।

(সুরা বনি-ইসরাইল /১৭ : ১১০)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করতে হবে মধ্যম স্তরের উচ্চ স্বরে।

♣♣ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের স্বরের উচ্চতা খুব বেশি হবে না এবং একেবারে ক্ষীণও হবে না। অর্থাৎ মধ্যম মানের উচ্চ হবে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র একাকী বা দলবদ্ধভাবে করা

Common sense

সালাত একাকী ও দলবদ্ধ উভয়ভাবে পড়ার নির্দেশ বা অনুমতি ইসলামে আছে। এখান থেকে ধরে নেওয়া যায়– অন্য ধরনের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রও একাকী বা দলবদ্ধভাবে করা নিষিদ্ধ না হওয়ারই কথা।

আল কুরআন

এ বিষয়ে সালাত ছাড়া অন্য কোনো স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র সম্পর্কে কুরআনে সরাসরি কোনো বক্তব্য নেই।

আল হাদীস

হাদীস-১.১

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন– আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে থাকি যখন সে আমার যিক্‌র করে এবং আমার ব্যাপারে তার ঠোঁট নড়ে।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৬, পৃ. ২৭৩৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১.২

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন বুছর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ কুরাইব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে*

লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন বুছর (রা.) বলেন, একব্যক্তি রাসূল (স.) এর কাছে এসে বললো– ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের (নফল) বিধি-বিধানসমূহ আমার জন্যে অনেক বেশি। তাই আমাকে এমন কিছু বলে দিন যা আমি সব সময় আমল করতে পারি। রাসূল (স.) বললেন– তোমার জিহ্বা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রেখো।

- তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৩৭৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

♣♣ এ দু'টি এবং এ ধরনের আরও হাদীস থেকে জানা যায়– যিক্‌র একা একা করার অনুমতি আছে।

হাদীস-২.১

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ কুরাইব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন– মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার কাছে আমি সেরূপ যেরূপ সে আমাকে মনে করে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে যিক্‌র (স্মরণ) করে। সে যদি একাকী আমাকে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর সে যদি কোনো দলে বসে আমাকে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে আরও উত্তম দলে স্মরণ করি।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৬৯৮১
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

হাদীস-২.২

حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِث ..... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল ওয়ারিছ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন– যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে পৌঁছাবে তখন তাঁর ফল খাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন– জান্নাতের বাগান কী? তিনি বললেন– যিক্‌রের বৃত্ত বা মজলিস।

- ♦ তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৫১০।
- ♦ হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ .

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন– একটি দল কোনো মজলিসে বসলো কিন্তু আল্লাহর যিক্‌র করল না এবং তাদের নবীর প্রতিও দুরুদ পড়লো না, নিশ্চয়ই এটি তাদের জন্যে ক্ষতির কারণ হলো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা মাফও করে দিতে পারেন।

- ♦ তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৩৮০।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

♣♣ এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যিক্‌র দলবদ্ধভাবেও করা যায়। তবে বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে যেভাবে দলবদ্ধভাবে শরীর দুলিয়ে, শব্দ করে যিক্‌র করা হয়, সেটি সঠিক কি না সে ব্যাপারে বিরাট প্রশ্ন আছে।

শেষ কথা

কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যসমূহ হতে সহজেই বুঝা যায়–

- ইসলামে যিক্‌রকে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- যিক্‌রের স্তর দু'টি– জানা ও স্মরণ রাখা স্তর এবং অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তর
- স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো কুরআন তিলাওয়াত (অধ্যয়ন) করা ও তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আল্লাহর স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত।
- বিজ্ঞান গ্রন্থ পড়া আল্লাহর স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত।
- অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তর বাদ গেলে স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কোনো কল্যাণ বা সওয়াব পাওয়া যায় না।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের যিক্‌র সম্পর্কে ধারণা এবং বাস্তব আমলের সাথে যিক্‌রের প্রকৃত অবস্থার কতটুকু মিল আছে পাঠকই তা বিবেচনা করুন। আল্লাহ মুসলমান জাতির সবাইকে যিক্‌র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন ও আমল করার তৌফিক দিন। আমিন! ছুম্মা আমিন!

ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া সকল মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে শুধরিয়ে ছাপানো আমার ঈমানী দায়িত্ব। সকলের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবি-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৭. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭, ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮

- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৭৮৯৫২০৪৮৪

- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২

❖ চট্টগ্রাম

- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০

❖ রাজশাহী

- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ী-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৯৩৩৩৪৮৩৪৮, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮

❖ খুলনা

- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ১৫৯, শচিনপাড়া, টুটপাড়া, খানজাহান আলী রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** হামিদপুর আদর্শপাড়া জিন্নাত মুহরীর বাসা ২য় তলা, মহেশপুর, ঝিনাইদহ, ০১৩১৭৭১৬২৭৬, ০১৯৯০৮৩৪২৮২

❖ সিলেট

- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট